

রূপসী বাংলা

জীবনানন্দ দাশ

Published by

porua.org



উৎসর্গ

—আবহমান বাংলা, বাঙালী

রচনাকাল মার্চ ১৯৩২
প্রথম সংস্করণ
অগাস্ট ১৯৫৭

ভূমিকা

এই কাব্যগ্রন্থে যে-কবিতাগুলি সঙ্কলিত হল, তার সবগুলিই কবির জীবিত-কালে অপ্রকাশিত ছিল; তাঁর মৃত্যুর পরে কোনো-কোনো কবিতা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

কবিতাগুলি প্রথম বারে যেমন লেখা হয়েছিল, ঠিক তেমনই পাণ্ডুলিপিবদ্ধ অবস্থায় রক্ষিত ছিল; সম্পূর্ণ অপরিমার্জিত। পঁচিশ বছর আগে খুব পাশাপাশি সময়ের মধ্যে একটি বিশেষ ভাবাবেগে আক্রান্ত হয়ে কবিতাগুলি রচিত হয়েছিল। এ-সব কবিতা ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’-পর্যায়ের শেষের দিকের ফসল।

কবির কাছে ‘এরা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা স্বতন্ত্র সত্তার মতো নয় কেউ, অপরপক্ষে সার্বিক বোধে একশরীরী; গ্রামবাংলার আলুলায়িত প্রতিবেশপ্রসূতির মতো ব্যষ্টিগত হয়েও পরিপূরকের মতো পরস্পরনির্ভর।..’

৩১ জুলাই ১৯৫৭

—অশোকানন্দ দাশ

প্রথম পংক্তির সূচী

সেই দিন এই মাঠ শুরু হবে নাকো জানি—	৯
তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও—আমি এই বাংলার পারে	১১
বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ	১২
যত দিন বেঁচে আছি আকাশ চলিয়া গেছে কোথায় আকাশে	১৩
এক দিন জলসিঁড়ি নদীটির পারে এই বাংলার মাঠে	১৪
আকাশে সাতটি তারা যখন উঠেছে ফুটে আমি এই ঘাসে	১৫
কোথাও দেখি নি, আহা, এমন বিজন ঘাস—প্রান্তরের পারে	১৬
হায় পাখি, একদিন কালীদহে ছিলে না কি—দহের বাতাসে	১৭
জীবন অথবা মৃত্যু চোখে র'বে—আর এই বাংলার ঘাস	১৮
যেদিন সরিয়া যাব তোমাদের কাছ থেকে—দূর কুয়াশায়	১৯
পৃথিবী রয়েছে ব্যস্ত কোনখানে সফলতা শক্তির ভিতর,	২০
ঘুমায়ে পড়িব আমি একদিন তোমাদের নক্ষত্রের রাতে	২১
ঘুমায়ে পড়িব আমি একদিন তোমাদের নক্ষত্রের রাতে;	২২
যখন মৃত্যুর ঘুমে শুয়ে র'ব—অন্ধকারে নক্ষত্রের নিচে	২৩
আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে—এই বাংলায়	২৪
যদি আমি ঝ'রে যাই একদিন কার্তিকের নীল কুয়াশায়:	২৫
মনে হয় একদিন আকাশের শুকতারা দেখিব না আর	২৬
যে শালিখ মরে যায় কুয়াশায়—সে তো আর ফিরে নাহি আসে:	২৭
কোথাও চলিয়া যাব একদিন;—তারপর রাত্রির আকাশ	২৮
তোমার বুকের থেকে একদিন চ'লে যাবে তোমার সন্তান	২৯
গোলপাতা ছাউনির বুক চুমে নীল ধোঁয়া সকালে সন্ধ্যায়	৩০
অশ্বখে সন্ধ্যার হাওয়া যখন লেগেছে নীল বাংলার বনে	৩১
ভিজে হয়ে আসে মেঘে এ-দুপুর—চিল একা নদীটির পাশে	৩২
খুঁজে তাকে মর মিছে—পাড়াগাঁর পথে তাকে পাবে নাকো আর;	৩৩
পাড়াগাঁর দু'-পহর ভালোবাসি—বৌদ্রে যেন গন্ধ লেগে আছে	৩৪
কখন সোনার রোদ নিভে গেছে—অবিরল শুপুরির সারি	৩৫
এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে—সব চেয়ে সুন্দর করুণ:	৩৬
কত ভোরে—দু'-পহরে—সন্ধ্যায় দেখি নীল শুপুরির বন	৩৭

এই ডাঙা ছেড়ে হয় রূপ কে খুঁজিতে যায় পৃথিবীর পথে।	৩৮
এখানে আকাশ নীল—নীলাভ আকাশ জুড়ে সজিনার ফুল	৩৯
কোথাও মঠের কাছে—যেইখানে ডাঙা মঠ নীল হয়ে আছে	৪০
চ’লে যাব শুকনো পাতা-ছাওয়া ঘাসে—জামরুলে হিজলের বনে;	৪১
এখানে ঘুঘুর ডাকে অপরাহ্নে শান্তি আসে মানুষের মনে;	৪২
শ্মশানের দেশে তুমি আসিয়াছ—বহুকাল গেয়ে গেছ গান	৪৩
তবু তাহা ভুল জানি, রাজবল্লভের কীর্তি ডাঙে কীর্তিনাশা;	৪৪
সোনার খাঁচার বুকে রহিব না আমি আর শূকের মতন;	৪৫
কত দিন সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলিয়াছি আমরা দু’জনে;	৪৬
এ-সব কবিতা আমি যখন লিখেছি ব’সে নিজ মনে একা;	৪৭
কত দিন তুমি আর আমি এসে এইখানে বসিয়াছি ঘরের ভিতর	৪৮
এখানে প্রাণের শ্রোত আসে যায়—সন্ধ্যায় ঘুমায় নীরবে	৪৯
একদিন যদি আমি কোনো দূর মাদ্রাজের সমুদ্রের জলে	৫০
দূর পৃথিবীর গন্ধে ভ’রে ওঠে আমার এ বাঙালীর মন	৫১
অশ্বখ বটের পথে অনেক হয়েছি আমি তোমাদের साथী;	৫২
ঘাসের বুকের থেকে কবে আমি পেয়েছি যে আমার শরীর—	৫৩
এই জল ভালো লাগে;—বৃষ্টির রূপালি জল কত দিন এসে	৫৪
একদিন পৃথিবীর পথে আমি ফলিয়াছি; আমার শরীর	৫৫
পৃথিবীর পথে আমি বহুদিন বাস ক’রে হৃদয়ের নরম কাতর	৫৬
মানুষের ব্যথা আমি পেয়ে গেছি পৃথিবীর পথে এসে—হাসির আশ্বাদ	৫৭
তুমি কেন বহু দূরে—ঢের দূরে—আরো দূরে—নক্ষত্রের অস্পষ্ট	৫৮
আকাশ,	
আমাদের রূঢ় কথা শুনে তুমি স’রে যাও আরো দূরে বুঝি নীলাকাশ;	৫৯
এই পৃথিবীতে আমি অবসর নিয়ে শুধু আসিয়াছি—আমি হুঁট কবি	৬০
বাতাসে ধানের শব্দ শুনিয়াছি—ঝরিতেছে ধীরে ধীরে অপরাহ্ন ভ’রে;	৬১
একদিন এই দেহ ঘাস থেকে ধানের আশ্রয় থেকে এই বাংলার	৬২
আজ তারা কই সব? ওখানে হিজল গাছ ছিল এক—পুকুরের জলে	৬৩
হৃদয়ে প্রেমের দিন কখন যে শেষ হয়—চিতা শুধু প’ড়ে থাকে তার,	৬৪
কোনোদিন দেখিব না তারে আমি; হেমন্তে পাকিবে ধান, আমাঢ়ের	৬৫
রাতে	
ঘাসের ভিতরে যেই চড়ায়ের শাদা ডিম ভেঙে আছে—আমি	৬৬
ভালোবাসি	
(এই সব ভালো লাগে): জানালার ফাঁক দিয়ে ভোরের সোনালি বোদ	৬৭

এসে

সন্ধ্যা হয়—চারিদিকে শান্ত নীরবতা;

৬৮

একদিন কুয়াশার এই মাঠে আমারে পাবে না কেউ খুঁজে আর, জানি;

৬৯

ভেবে ভেবে ব্যথা পাব;—মনে হবে, পৃথিবীর পথে যদি থাকিতাম
বেঁচে

৭০

সেই দিন এই মাঠ শুষ্ক হবে নাকো জানি—
এই নদী নক্ষত্রের তলে
সেদিনো দেখিবে স্বপ্ন—
সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে!
আমি চ'লে যাব ব'লে
চালতায়ুল কি আর ভিজিবে না শিশিরের জলে
নরম গন্ধের চেউয়ে?
লক্ষ্মীপেঁচা গান গাবে নাকি তার লক্ষ্মীটির তরে?
সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে!

চারিদিকে শান্ত বাতি—ভিজে গন্ধ—মৃদু কলরব;
খেয়ানোকোগুলো এসে লেগেছে চরের খুব কাছে;
পৃথিবীর এই সব গল্প বেঁচে র'বে চিরকাল;—
এশিরিয়া ধুলো আজ—বেবিলন ছাই হয়ে আছে।

তোমরা যেখানে সাধ চ'লে যাও—আমি এই বাংলার পারে
র'য়ে যাব; দেখিব কাঁঠালপাতা ঝরিতেছে ভোরের বাতাসে;
দেখিব খয়েরী ডানা শালিখের সন্ধ্যায় হিম হয়ে আসে
ধবল রোমের নিচে তাহার হলুদ ঠ্যাং ঘাসে অন্ধকারে
নেচে চলে—একবার—দুইবার—তারপর হঠাৎ তাহারে
বনের হিজল গাছ ডাক দিয়ে নিয়ে যায় হৃদয়ের পাশে;
দেখিব মেয়েলি হাত সঙ্করণ—শাদা শাঁখা ধূসর বাতাসে
শঙ্খের মতো কাঁদে; সন্ধ্যায় দাঁড়াল সে পুকুরের ধারে,

খইরঙা হাঁসটিরে নিয়ে যাবে যেন কোন কাহিনীর দেশে—
‘পরণ-কথা’র গন্ধ লেগে আছে যেন তার নরম শরীরে,
কল্মীদামের থেকে জন্মেছে সে যেন এই পুকুরের নীড়ে—
নীরবে পা ধোয় জলে একবার—তারপর দূরে নিরুদ্দেশে
চ'লে যায় কুয়াশায়,—তবু জানি কোনোদিন পৃথিবীর ভিড়ে
হরাব না তারে আমি—সে যে আছে আমার এ বাংলার তীরে।

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর: অন্ধকারে জৈগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে ব'সে আছে
ভোরের দয়েলপাখি—চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের সুপ
জাম—বট—কাঁঠালের—হিজলের—অশথের ক'বে আছে চুপ;
ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে;
মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল—বট—তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ

দেখেছিল; বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে—
কৃষ্ণ দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়—
সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বথ বট দেখেছিল, হয়,
শ্যামার নরম গান শুনেছিল,—একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।